দৈনিক সংবাদ 53

তারিখ ... 1 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ......

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
হালচাল

শিক্ষকরা ব্যস্ত নানা কাজে ক্লাস নিতেই অনীহা

।। কৈলাস সরকার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষকই নিয়মিত ক্লাস নেন না। এর মধ্যে প্রায় ১৫ ভাগ রয়েছেন যারা ক্লাসই করেন না অথবা মনে চাইলে মাসে দু'একটা করেন। যারা ক্লাস নেন না তারা বিভিন্ন কনসালটেন্সি এনজিও, শেয়ার ব্যবসাসহ বিভিন্ন ব্যবসা, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টটাইম শিক্ষকতা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তারপরও তাদের চাকরির ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করতে হয় না বা তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও নেয়া হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী একজন প্রভাষকের সবচেয়ে বেশি ক্লাস নেয়ার কথা। একজন প্রভাষকের প্রতিসপ্তাহে কমপক্ষে ১৬টি ক্লাস নেয়ার কথা। পর্যায়ক্রমে সহকারী অধ্যাপককে সপ্তাহে ১৪টি, সহযোগী অধ্যাপককে সপ্তাহে ১২টি এবং একজন অধ্যাপককে সপ্তাহে কমপক্ষে ৮ থেকে ১০টি ক্লাস নিতে হবে। তবে ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, প্রভোস্ট, হাউজ টিউটরসহ আরো বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে যারা রয়েছেন, প্রশাসনিক কাজের জন্য তাদের বেলায় কম ক্লাস নির্ধারণ করা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ৫০ ভাগ শিক্ষক তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে থাকেন। বাকি ৫০ ভাগই অনিয়ম করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ সমস্ত শিক্ষক ব্যক্তিগত কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এদের অধিকাংশ ব্যস্ত থাকেন কনসালটেন্সি নিয়ে। অনেকে বিভিন্ন এনজিও'র সাথে সরাসরি জড়িত, কারো কারো আবার নিজস্ব এনজিও রয়েছে, অনেকে শেয়ার ব্যবসা বা অন্যান্য ব্যবসা নিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে ব্যস্ত থাকেন। আবার বর্তমানে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় অনেক শিক্ষক নিয়মিতভাবে

হালচাল ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৬

হালচাল ঃ বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট-টাইম শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। অনেকে ইংরেজি স্কুলগুলোতে উচ্চবেতনে পার্টটাইম শিক্ষকতা করে থাকেন।

এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের (বিশ্ববিদ্যা-লয়ের) ক্লাস তারা নেয়ার সময় তারা পাননি। এমনকি এসকল শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভিন্ন পরীক্ষার খাতা দেখেও জমা দিতে পারেন না সময়মত। তারা ৩ মাসের জায়গায় ১০ মাস পর্যন্ত খাতা আটকে রাখেন এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর ফলে রেজাল্ট দিতে দিতে বছর কেটে যায়।

জানা গেছে, অধিকাংশ শিক্ষক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয় না। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতিতেও কারো কারো অবস্থান এত দৃঢ় যে চাইলেও কিছু বলা যায় না। এ ব্যাপারে কয়েকজন শিক্ষকের সাথে আলাপ করলে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা যে বেতন পান তাতে স্ট্যাটাস বজায় রেখে সচ্ছলভাবে চলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বেতন-স্বল্পতার কারণে তারা বাধ্য হয়ে বাড়তি আয়ের অনুসন্ধান করেন। এছাড়া এ সমস্ত কাজ করলে অর্থ, ক্ষমতা, পরিচিতি পাওয়া যায় বলে তারা জানান।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ডিন মন্তব্য করেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অবস্থা চলছে এর পরিবর্তন করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান অবশ্যই সংশোধন বা পরিবর্তন করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি ও রাজনৈতিক প্রবণতা এত বেড়ে গেছে যে, কারো বিরুদ্ধে সরাসরি কেউ কথা বলছে না। এর একমাত্র কারণ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত থাকা, গ্রুপিং করা। এছাড়া এ প্রবণতা বন্ধ করতে হলে, ডিন ও চেয়ারম্যানদের কর্তৃত্ব দেয়া উচিত যাতে তারা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে পারেন। শিক্ষকদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা উচিত।